مؤسسة وكالات الحج البنغلادشية
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH

হাব/হজ ফেয়ার/প্রেস ব্রিফিং/২০২২/৪৪৬ তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২২ ইং

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

"জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্মেলন ২০২২ এবং হজ ও ওমরাহ ফেয়ার" উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং

তারিখ ঃ ১৫ নভেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা
নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এই প্রেস ব্রিফিং-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি 'হাব' এর পক্ষ থেকে সকল গণমাধ্যমকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। **বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকায় আগামী ১৭-১৯ নভেম্বর ২০২২ তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠেয় "জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্মেলন ২০২২ এবং হজ ও ওমরাহ ফেয়ারে গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে হজ গমণেচ্ছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন আহবান করা হয়েছে। আশাকরি আপনাদের বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে হাব কর্তৃক গৃহীত এই সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হজ গমণেচ্ছু ব্যক্তিবর্গসহ নির্বিশেষে সকলে অবহিত হবেন।**

বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ-বৃহৎ হজযাত্রী প্রেরণকারী দেশ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্ব থেকে সর্বোচ্চ হজযাত্রী প্রেরণ করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রায় ৯৬% হজযাত্রী এবং শতভাগ ওমরাহযাত্রী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ ও ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরবে গমণ করেন। বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনায় হজব্রত পালন ও ওমরাহ হাব সদস্যদের সরাসরি তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। হজযাত্রীদের সার্বিক কল্যাণে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার জন্য হাব নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অতীতে হজ ব্যবস্থাপনায় নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ও হাব-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হজ ব্যবস্থাপনায় আমুল পরিবর্তন এবং শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। হজযাত্রীদের কষ্ট ও দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার বর্তমান ধারা অক্ষুন্ন রেখে ভবিষ্যতে আরো উন্নত ও সুশৃঙ্খল হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ও হাব যৌথভাবে কাজ করছে।

মেলার উদ্দেশ্য: বাংলাদেশে হজযাত্রী ভাই বোনদের অধিকাংশই দেশের গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই বেশীরভাগ হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও সকল হজ এজেন্সী সম্পর্কে এই মেলার মাধ্যমে সকলকে পরিচয়ের ক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়া, হজ্জ এজেন্সী এবং হজযাত্রীদের মধ্যে সেতুবন্ধুন রচনা করা এ সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ ছাড়া হজযাত্রীদের বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি নির্ভর হজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা, হজযাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, হজকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অসাধু ব্যক্তিদের দৌরাত্ম ও মধ্যস্বত্বভোগী রোধ করা এবং হজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আদান প্রদানসহ হজ ও ওমরার আরকাম আহকাম সম্পর্কে হজ গমণেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে অবহিতকরণ এই মেলার মহতী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। হজযাত্রী, হজ এজেন্সী ও অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে হজ ব্যবস্থাপনা ই-হজ সিস্টেম ও মক্কা রুট ইনিশিয়েটিভ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের আদান প্রদানের লক্ষ্যে ২টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

১। সেমিনারের বিষয়বস্তু : হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা ঃ অর্জন ও করণীয়
তারিখ : ১৮ নভেম্বর বাদ মাগরিব।
স্থান : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক : প্রফেসর ডঃ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারম্যান, শরিয়াহ বোর্ড বাংলাদেশ ব্যাংক।

তাছাড়াও আরও ২ জন আলোচক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

চলমান পাতা-২

২।	সেমিনারের বিষয়বস্তু	: ই-হজ ব্যবস্থাপনা ও মক্কা রুট
	তারিখ	: ১৯ নভেম্বর, ২০২২, সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
	স্থান	: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা।
	মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	: জনাব মতিউল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তাছাড়াও আরও ২ জন আলোচক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

ই-হজ সিস্টেম : সুশৃঙ্খল হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হজ ব্যবস্থাপনায় আইটির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেদিক বিবেচনায় হজ ও ওমরাহ পালনের জন্য ই-ভিসা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনায় বায়োমেট্রিক পদ্ধতি, অনলাইন ভিসা লজমেন্ট, এজেন্সী রেজিষ্ট্রেশন, হোটেল নির্বাচন, মাশায়ের আল-হারামে স্থান নির্বাচন, প্যাকেজ নির্বাচন, ভিসা ইস্যুকরণ, ই-হেল্‌থ প্রোফাইলসহ সৌদি অংশের হজ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে নির্বিঘ্নে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হজ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। হজযাত্রীদের সুশৃঙ্খল হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বাংলাদেশে HMIS পদ্ধতি বা Hajj Management Information System প্রবর্তন করা হয়েছে। এই HMIS বা ই-হজ বাংলাদেশের হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, প্যাকেজ নির্বাচন, ই-হেল্‌থ প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিষয়াদি সম্পন্ন করা হয়।

মক্কা রুট: ইতোপূর্বে হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন সৌদি আরবে সম্পাদন করা হতো। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকার এবং সৌদি সরকারের পারস্পরিক আগ্রহে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন জেদ্দার পরিবর্তে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্পন্ন করা হয়। ২০২২ সালেও এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং ৯০% হজযাত্রীর প্রি-এ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন ঢাকায় করা হয়েছে। হজযাত্রীদের সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন এখন বাংলাদেশে হওয়াতে হজযাত্রীদের ঘন্টার পর ঘন্টা জেদ্দা/মদিনা এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় না। আল্লাহর মেহমানদের শারীরিক কষ্ট ও দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ অনেকটাই লাঘব হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর ২০২২ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভাতৃপ্রতিম সৌদি রাজকীয় সরকারের পারস্পরিক সমঝোতা এবং সম্মতিতে Mecca Road Service চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ভবিষ্যতে শতভাগ প্রি-এ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলী অবহিতকরণ: ইসলাম ধর্মে হজ একটি অত্যাবশ্যকীয় ফরজ ইবাদত। আর্থিক ও শারীরিক ভাবে সক্ষম সকল মুসলমানের হজ ফরজ করা হয়েছে। হজ কার্যক্রমটি একটি দ্বিরাষ্ট্রিক ধর্মীয় বিষয়। হজের মূল কার্যক্রমের বিষয়টি শুধুমাত্র সৌদি সরকারের ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা, মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান, ট্রান্সপোর্টেশন, ক্যাটারিং ও তাঁবু সহ প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকারের উপর অর্পিত।

মধ্যস্বত্বভোগী ও অবৈধ কাফেলামুক্ত হজ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা: নিয়োগকৃত হজ্জ এজেন্সীসমূহের দাপ্তরিক কার্যক্রম ঢাকা সহ কয়েকটি শহর ভিত্তিক। পক্ষান্তরে পবিত্র হজ্জ পালনে ইচ্ছুক হজ্জযাত্রীগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করায় মধ্যস্বত্বভোগী ও অবৈধ কাফেলার দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্মানিত হজ্জযাত্রীগণ মেলার মাধ্যমে বিভিন্ন হজ্জ এজেন্সীর প্যাকেজ মূল্য ও প্যাকেজে বর্ণিত সুবিধাদি যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব ছাড়াই সরাসরি হজ্জে গমণের জন্য পছন্দমত হজ্জ এজেন্সীর সাথে বুকিং অথবা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন।

হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা সম্পর্কে অবহিতকরণ: বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সৌদি আরবে হজযাত্রীদের যাবতীয় খরচাদি IBAN এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মূলত: হজ ব্যবস্থাপনা একটি বহু অংশীজন সম্বলিত কর্মযজ্ঞ। এই সম্মেলনের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তার সহযোগি হিসেবে হাব ঐতিহ্যগতভাবে যে সমস্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লেন-দেন সম্পাদন করে আসছে, যারা তাদের কর্মকান্ডে অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং বিশ্বস্ত তাদের সাথে হজ গমণাগমণ লেন-দেন সম্পর্কে ধারণা দেয়ার একটি প্রয়াসও এ মেলার মাধ্যমে নেয়া হয়েছে।

চলমান পাতা-৩

হজের প্রাক নিবন্ধন: বর্তমান হজ ব্যবস্থাপনায় প্রাক নিবন্ধন, অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট এজেন্সীর রেজিষ্ট্রেশন, হোটেল নির্বাচন, মিনা আরাফসহ মাশায়ের আল-হারামে স্থান নির্বাচন, প্যাকেজ নির্বাচন, ভিসা ইস্যুকরণ, ই-হেল্‌থ প্রোফাইল সৃষ্টিকরণ ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রাক নিবন্ধনে একজন হজযাত্রীর যে ট্র্যাকিং নম্বর সৃষ্টি হয় সে নম্বরের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীর হজব্রত পালনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ট্র্যাকিং নম্বর দিয়েই তাঁর হজের সামগ্রিক কার্যক্রম নিষ্পন্ন হয় এবং এই কাজটি সুচারুরূপে ধর্ম মন্ত্রণালয় সহযোগি হিসেবে হজ এজেন্সীগুলো সম্পাদন করে। বর্তমানে প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন ছাড়া হজব্রত পালনের কোন সুযোগ নেই। সুশৃঙ্খল হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আসন্ন মেলার মাধ্যমে এই বিষয়ে হজযাত্রীগণকে অবহিত ও সচেতন সৃষ্টি করা এই মেলার উদ্দেশ্য।

হাব এর উদ্যোগে "জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্মেলন ও হজ ও ওমরাহ ফেয়ার-২০২২" শুধুমাত্র বর্তমান হজ ব্যবস্থাপনার জন্যই কেবল নয় বরং ভবিষ্যতে হজ ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত হবে সে সমস্ত বিষয়ে হজযাত্রীগণসহ সকল অংশীজনের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ও কাঙ্খিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে কাজ করবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

আজকের এই প্রেস ব্রিফিং-এ কষ্ট স্বীকার করে আসার জন্য হাব এর পক্ষ আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা সত্যিই অনুপ্রাণীত হয়েছি। বাংলাদেশের সকল প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার অকুণ্ঠ সমর্থনেই হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সম্ভব হয়েছে। আশাকরি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ণে সবসময় আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, তিনি তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও "জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্মেলন ও হজ ও ওমরাহ ফেয়ার-২০২২" এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা- মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব, সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশস্থ সৌদি আরবের মান্যবর রাষ্ট্রদূতসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি। মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল অংশীজনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। হাব এর কার্যনির্বাহী ও আঞ্চলিক পরিষদ সহ সকল হাব সদস্য ও হাব সচিবালয়ের সকল কর্তকর্তা কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞা।

অবশেষে আপনাদের সকলকে আবারো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

আল্লাহ্ হাফেজ

এম.শাহাদাত হোসাইন তসলিম
সভাপতি

ফারুক আহমদ সরদার
মহাসচিব